ব্র্যাক সিডিএম- রাজেন্দ্রপুর এ ০১ মে, ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ সোসাইটি অফ ফিজিক্যাল মেডিসিন এন্ড রিহ্যাবিলিটেশন এর বার্ষিক সাধারণ সভায় সংগঠন এর নিবন্ধন এর জন্য গঠনতন্ত্রের বিষয়ে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়:

বাংলাদেশ সোসাইটি অফ ফিজিক্যাল মেডিসিন এন্ড রিহ্যাবিলিটেশন এর প্রস্তাবিতঃ

"গঠনতন্ত্র"

ধারা-১ সংগঠনের নামঃ

সংগঠনের নাম হবে বাংলাদেশ সোসাইটি অফ ফিজিক্যাল মেডিসিন এন্ড রিহ্যাবিলিটেশন (বিএসপিএমআর) যা ইংরেজিতে Bangladesh Society of Physical Medicine and Rehabilitation (BSPMR) নামে পরিচিত হবে।

ধারা-২ সংগঠনের ঠিকানাঃ

বাংলাদেশ সোসাইটি অফ ফিজিক্যাল মেডিসিন এন্ড রিহ্যাবিলিটেশন অস্থায়ী ঠিকানা রুম-১৩০, ব্লক- সি, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, শাহবাগ, ঢাকা-১০০০ এ অবস্থিত হবে। যেকোনো পরিস্থিতিতে স্থান পরিবর্তনীয়।

স্থায়ী ঠিকানা অদ্যবধি নির্ধারিত নয়। কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদ প্রয়োজনীয় অর্থের সংকুলানের মাধ্যমে ঢাকায় সুবিধাজনক স্থানে বিএসপিএমআর এর স্থায়ী কেন্দ্রীয় কার্যালয় স্থাপন করবেন।

ধারা-৩ সংগঠনের কার্য এলাকাঃ

সংগঠনের কার্যক্রমের আওতাভুক্ত এলাকা সমগ্র বাংলাদেশ হিসেবে বিবেচনা করা হবে।

ধারা-৪ সংগঠনের ধরনঃ

এটি একটি সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক, অলাভজনক, স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণমূলক সংগঠন। এক বা একাধিক বিষয়ের বা বিভিন্ন কার্যক্রমের সমন্বয়ে পেশাগত উন্নয়ন, সমাজ কল্যাণ, সেবাদান ও সমাজ উন্নয়নমূলক এবং মানব হিতৈষী সংগঠন।

ধারা-৫ সংগঠনের বিস্তারিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

সংশিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে নিম্নোক্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করা হবে:

সংগঠনের লক্ষ্য হবে ফিজিক্যাল মেডিসিন ও রিহ্যাবিলিটেশন এর তাত্ত্বিক, প্রায়োগিক ও গবেষণালব্ধ জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে নানাবিধ কারণে সৃষ্ট প্রতিবন্ধিতার প্রতিরোধ, চিকিৎসা এবং পুনর্বাসনের পদ্ধতি সমূহের বিকাশ সাধন করা। এই উদ্দেশ্যে, 'অক্ষমতা' বলতে একজন ব্যক্তির ব্যক্তিগত, সামাজিক বা পেশাগত চাহিদা মেটাতে বা সংবিধিবদ্ধ বা নিয়ন্ত্রক প্রয়োজনীয়তা পূরণের ক্ষমতার সীমিত ক্ষতি বা অনুপস্থিতি হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হবে।

"পুনর্বাসন" কে সংজ্ঞায়িত করা হবে চিকিৎসা, সামাজিক, শিক্ষাগত এবং বৃত্তিমূলক ব্যবস্'ার সম্মিলিত এবং সমন্বিত ব্যবহার হিসাবে ব্যক্তিকে কার্যকরী কার্যকলাপের সর্বোচ্চ সম্ভাব্য স্তরে প্রশিক্ষণ বা পুনরায় প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য।

সংস্থার উদ্দেশ্য ও কার্যক্রমঃ

ক. ফিজিক্যাল মেডিসিন ও রিহ্যাবিলিটেশন এর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

খ. ফিজিক্যাল মেডিসিন ও রিহ্যাবিলিটেশন এর রোগীদের প্রদত্ত সেবার মান উন্নত করা।

গ. ফিজিক্যাল মেডিসিন ও রিহ্যাবিলিটেশন বিষয়ে গবেষণাকে উৎসাহিত করা এবং ফান্ড প্রদান।

ঘ. বিবিধবরোগ এবং আঘাত/দুর্ঘটনা থেকে সৃষ্ট অক্ষমতা প্রতিরোধে সামাজিক সচেতনতা তৈরি করা।

ঙ. নিয়মিত আলোচনা, সেমিনার, সিম্পোজিয়া, অব্যাহত চিকিৎসা শিক্ষা এবং কোর্সের আয়োজন করা।

চ. রোগীদের শিক্ষার জন্য অডিও-ভিজ্যুয়াল প্রযুক্তি ব্যবহার করা।

ছ. রোগীদের হাসাপাতাল এবং নিজ কমিউনিটিতে পুর্নবাসিত করতে অন্যান্য সেবামূলক সংগঠনের সাথে একত্রে কাজ করা।

জ. সোসাইটি তার উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য পছন্দসই মনে করতে পারে এমন কাগজপত্র, সাময়িকী, বই ,জার্নাল এবং পুস্তিকা মুদ্রণ, প্রকাশ এবং প্রচার করা।

ঝ. অনুরূপ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ধারণকারী জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে সহায়তা, সহযোগিতা, অধিভুক্তিকরণ এবং ফেডারেশনে যোগদান করা।

ধারা-৬ সদস্যভুক্তির নিয়মাবলী ,শর্ত এবং সদস্যপদের ধরনঃ

৬.ক সাধারণ সদস্যপদঃ

৬.ক.১ বাংলাদেশ মেডিকেল এন্ড ডেন্টাল কাউন্সিলের বৈধ রেজিস্ট্রেশনধারী এমবিবিএস চিকিৎসক হতে হবে

৬.ক.২ ফিজিক্যাল মেডিসিন এন্ড রিহ্যাবিলিটেশন বিষয়ে বাংলাদেশ কলেজ অফ ফিজিশিয়ান এন্ড সার্জনস এর অধীনে এফসিপিএস প্রথম পর্ব পাশ অথবা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে এমডি রেসিডেন্সি প্রোগ্রামে ভর্তিকৃত হতে হবে।

৬.ক.৩ এফসিপিএস ট্রেনিং কালের অথবা এমডি রেসিডেন্সি প্রোগ্রামের অন্তত ৬ মাস অতিবাহিত হতে হবে।

৬.ক.৪ সাধারণ সদস্যপদ লাভের জন্য রেজিষ্ট্রেশন ফি বাবদ ১০০০.০০ (এক হাজার) টাকা এবং বার্ষিক চাঁদা ৫০০.০০ টাকা) প্রদান করতে হবে।

৬ক. ৫ সদস্য সংক্রান্ত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক গৃহীত হবে।

৬.খ আজীবন সদস্যপদঃ

আজীবন সদস্য হবার জন্য নিম্নের শর্ত সমূহ পূরণ করতে হবেঃ

৬.খ.১ ফিজিয়াট্রিস্ট হতে হবে, যার অর্থ- ফিজিক্যাল মেডিসিন এন্ড রিহ্যাবিলিটেশন বিষয়ে বাংলাদেশ কলেজ অফ ফিজিশিয়ান এন্ড সার্জন থেকে এফসিপিএস অথবা যেকোনো মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমডি ডিগ্রী অর্জন করতে হবে। বিদেশি ডিগ্রি এর ক্ষেত্রে বাংলাদেশ মেডিকেল এন্ড ডেন্টাল কাউন্সিলের এর অনুমোদন প্রয়োজন হবে।

৬.খ.২ আজীবন সদস্য পদ লাভ এর জন্য এককালীন ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা চাঁদা প্রদান করতে হবে

৬.খ.৩ সদস্য সংক্রান্ত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক গৃহীত হবে।

৬. গ সম্মানসূচক আজীবন সদস্যপদঃ

ফিজিক্যাল মেডিসিন ও রিহ্যাবিলিটেশন এর শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং প্র্যাকটিস এর প্রসার ও উন্নয়নে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ কেন্দ্রীয় কার্যনিবাহী পরিষদ কোন বিশেষ ব্যক্তিকে সম্মানসূচক আজীবন সদস্যপদ প্রদান করিতে পারবেন। তবে এক্ষেত্রে দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সমর্থন প্রয়োজন হবে।

৬.ঘ বিদেশী সদস্যঃ

বার্ষিক চাঁদা হিসাবে ১০০ (একশত) মার্কিন ডলার বা সমপরিমান টাকা প্রদান করিলে কেন্দ্রীয় কার্যনিবাহী পরিষদ ফিজিক্যাল মেডিসিন ও রিহ্যাবিলিটেশন এর উপর ডিগ্রীধারী কোন বিদেশী চিকিৎসককে বিদেশী সদস্য হিসাবে অর্ন্তভুক্ত করতে পারবেন।

ধারা-৭ সদস্যপদ বাতিলের নিয়মাবলীঃ

৭.ক আজীবন সদস্যদের ক্ষেত্রে এই ধারা প্রযোজ্য নয়।

৭.খ নিম্নে উল্লেখিত কারনে সাধারণ সদস্যের সদস্যপদ বাতিল হতে পারেঃ

ক. ০১ (এক) বছর চাঁদা প্রদান না করলে।

খ. স্বেচছায় পদত্যাগ করলে।

গ. আদালত কর্তৃক ফৌজদারি মামলায় সাজাপ্রাপ্ত হলে।

ঘ. বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক অথবা মেডিকেল বোর্ড মানসিকভাবে ভারসাম্যহীন বলে গণ্য হলে

ঙ. গঠনতন্ত্রের পরিপন্থী কোন কার্যকলাপে লিপ্ত হলে।

চ. সমাজ বিরোধী কোন কাজে অংশ গ্রহণ করলে।

ছ. সংগঠন থেকে বেতন, ভাতা, সম্মানী বা কোন প্রকার আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করলে।

জ. রাষ্ট্র বিরোধী কোন কাজে অংশ গ্রহণ করলে।

ঝ.মৃত্যুবরণ করলে।

ধারা-৮ সদস্যপদ পুনঃ লাভের পদ্ধতি:

সদস্যপদ হারানোর পর উপযুক্ত জবাব লিখিতভাবে সভাপতি/মহাসচিব এর কাছে পেশ করতে হবে। সভাপতি/ মহাসচিব ঐ জবাব কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় পেশ করিবেন। সভায় ২/৩ (দুই- তৃতীয়াংশ) সদস্য তা অনুমোদন করলে সাধারণ সদস্যের জন্য চাঁদা প্রদান সাপেক্ষে পুনরায় সদস্যপদ দেওয়া হবে। এবং আজীবন সদস্যদের ক্ষেত্রে পুনরায় চাঁদা প্রদান প্রযোজ্য হবে না।

ধারা-৯ সাংগঠনিক কাঠামো:

সংগঠনের ব্যবস্থাপনার জন্য ২ টি সাংগঠনিক কাঠামো থাকবে-

(১) সাধারণ পরিষদ

(২) কার্যনির্বাহী পরিষদ

৯. ক সাধারণ পরিষদ:

গঠনতন্ত্রের ৬ (ক) এবং (খ) নং ধারায় বর্ণিত সদস্যদের নিয়ে সাধারণ পরিষদ গঠিত হবে।

নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সাধারণ পরিষদের এখতিয়ারে থাকবে:

১. প্রয়োজন অনুযায়ী সংগঠনের বার্ষিক সাধারণ সভা প্রতিবছর অনুষ্ঠিত হইবে। বার্ষিক সাধারণ সভার অন্তত: এক মাস আগে তারিখ নির্ধারণ ও সভার নোটিশ দিতে হবে। দ্বি-বার্ষিক সাধারণ সভায় কার্যনির্বাহী পরিষদের নতুন নেতৃত্ব নির্বাচিত হবে।

২. এর আওতাভুক্ত অন্যান্য বিষয়সমূহ বিবেচনা করবে।

৩. কোরাম:মোট সদস্য সংখ্যার এক তৃতীয়াংশ নিয়ে সাধারণ পরিষদের কোরাম পূর্ণ হবে। (ভার্চুয়ালি যুক্ত থাকলেও উপস্থিতি বিবেচনা করতে হবে)

৪. সাধারণ পরিষদের বিশেষ সভা/তলবী সভা: সভাপতি প্রয়োজন মনে করলে অথবা মোট সদস্যের কমপক্ষে এক-তৃতীয়াংশের লিখিত অনুরোধ সাপেক্ষে সভাপতি সাধারণ পরিষদের বিশেষ সভা/তলবী সভা আহ্বান করিতে পারিবেন। মোট সদস্যের এক-তৃতীয়াংশ নিয়ে এরকম সভার কোরাম হবে।

৯.খ কার্যনির্বাহী পরিষদঃ

নিম্নলিখিত ভাবে কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠিত হবেঃ

১. সভাপতিঃ ০১ জন

২. সহ সভাপতিঃ ০৩ জন

৩.সাধারণ সম্পাদকঃ ০১ জন

৪.কোষাধ্যক্ষঃ ০১ জন

৫.যুগ্ম সম্পাদকঃ ০১জন

৬.সাংগঠনিক সম্পাদকঃ ০১ জন

৭.বিজ্ঞান বিষয়ক সম্পাদকঃ ০১ জন

৯.দপ্তর সম্পাদকঃ ০১ জন

১০.সাংস্কৃতিক ও সমাজ কল্যাণ সম্পাদকঃ ০১ জন

১১. সদস্যঃ ১০জন

মোটঃ ২১জন।

কোরামঃ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের এক চতুর্থাংশ সদস্যকে নিয়ে কোরাম পূ্ণ হবে।

ধারা-১০ সাধারণ পরিষদের ক্ষমতা ও দায়িত্বঃ

ক. সংগঠনের সকল কার্যাবলী নিয়ন্ত্রন করবে।

খ. সংগঠনের বার্ষিক বাজেট অনুমোদন করবে।

গ. সংগঠনের নিরীক্ষিত হিসাব অনুমোদন করবে।

ঘ. সংগঠনের গঠনতন্ত্রের রক্ষক হিসেবে কাজ করবে।

ঙ. সংগঠনের গঠনতন্ত্রের কোন প্রকার সংশোধনের প্রয়োজন হলে ২/৩ (দুই-তৃতীয়াংশ) সদস্যদের অনুমোদনক্রমে তা সংশোধন করবে।

চ. সংগঠনের বিলোপ সাধনের প্রয়োজন দেখা দিলে তিন-পঞ্চমাংশ সদস্যের অনুমোদনক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

ছ. সংগঠনের দূর্যোগ মুহূর্তে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে এবং তা চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

জ. সংগঠনের আর্থিক নিয়মনীতি ও চাকুরীবিধি অনুমোদন করবে।

ঝ. সংগঠনের কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠন ও অনুমোদন করবে।

ধারা-১১ কার্যনির্বাহী পরিষদের ক্ষমতা ও দায়িত্বঃ

ক. সংগঠনের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী দৈনন্দিন কার্যাবলী পরিচালনা করা।

খ. সাধারণ পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত বাজেট অনুযায়ী আয় ও ব্যয় করা।

গ. দৈনন্দিন খরচ অনুমোদন করা।

ঘ. বাজেট প্রণয়ন এবং অনুমোদনের জন্য সাধারণ সভায় পেশ করা।

ঙ. অনুমোদিত হিসাব নিরীক্ষা ফার্ম কর্তৃক বার্ষিক হিসাব নিরীক্ষা করা।

চ. সংগঠনের ব্যাংক একাউন্ট পরিচালনা করা। সকল কার্যক্রম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী পরিচালনা করা।

ছ. সংগঠনের কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ করা এবং নিয়োগকৃত কর্মকর্তা- কর্মচারীদের বেতন ও ভাতাদি নির্ধারণ করা।

জ. সংগঠনের নিয়োগকৃত কর্মকর্তা- কর্মচারীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্ধারণ করা এবং তাদের নিয়ন্ত্রণ করা।

ঝ. সংগঠনের জনবল নিয়োগের বিষয়ে চাকুরী বিধিমালা প্রণয়ন ও সাধারণ পরিষদের অনুমোদন গ্রহণ করা।

ঞ. বিশেষ কার্য সম্পাদনে উপ-কমিটি গঠন করা।

ট. বার্ষিক সাধারণ সভা, দ্বি-বার্ষিক সাধারণ সভা এবং সম্মেলনের দিন, তারিখ, সময়, স্থান এবং এজেন্ডা নির্ধারণ করা।

ঠ.কার্যনির্বাহী পরিষদ দেশী এবং আন্তর্জাতিক সমমনা সংগঠনের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষার ব্যাপারে উদ্যোগী ভূমিকা পালন করবে। সদস্যদের দেশী এবং আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত যেকোন বিষয়ের উপর কাজ করা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার দায়িত্ব কার্যনিবাহী পরিষদের উপর ন্যস্ত থাকিবে।

ড. সংগঠনের সকল হিসাব-নিকাশ, খরচের ভাউচার, বই ও ক্যাশ বই করার ব্যবস্থা করা।

ঢ. সংগঠনের সকল প্রশাসনিক, ব্যবস্থাপনা, প্রকল্প গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন করা।

ণ. ধারা ৬, ৭ এবং ৮ অনুযায়ী কোন সদস্যের সদস্যপদ অনুমোদন, বাতিল ও পুনর্বহাল এর ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

ধারা-১২ সভাপতি, সহ-সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক এবং কোষাধ্যক্ষ এর দায়িত্ব ও কর্তব্যঃ

১২.ক.সভাপতির দায়িত্ব ও কর্তব্যঃ

১. সভাপতি সংগঠনের নির্বাহী প্রধান হিসাবে দায়িত্ব পালন করবেন।

২. সাধারণ পরিষদ ও কার্যনির্বাহী পরিষদ সভাসমূহে সভাপতিত্ব করবেন।

৩. কোন সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে যদি সমান সংখ্যক ভোট পড়ে তবে কাস্টিং ভোট প্রদান করে সমস্যার মীমাংসা করবেন।

৪. প্রতিষ্ঠানের খরচের অনুমোদন দিবেন।

১২.খ.সহ-সভাপতির দায়িত্ব ও কর্তব্য:

সভাপতির অনুপস্থিতিতে **১**ম সহ-সভাপতি সভাপতির পক্ষে যাবতীয় কার্যাবলী সম্পন্ন করবেন।

সভাপতি ও **১**ম সহ- সভাপতির অনুপস্থিতিতে ২য় সহ-সভাপতি (এই ধারাবাহিকতায় ৫ম সহ- সভাপতি পর্যন্ত) সভাপতির দায়িত্ব পালন করবেন।

১২.গ.সাধারণ সম্পাদক এর দায়িত্ব ও কর্তব্য:

১. সংগঠনের মূল কার্য-নির্বাহী হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

২. সংগঠনের মুখপাত্র হিসাবে সভাপতির সাথে পরামর্শক্রমে সভার তারিখ, সময়, স্থান ও আলোচ্যসূচী নির্ধারণপূর্বক সভার নোটিশ প্রদান করবেন।

৩. সংগঠনের পক্ষে চিঠিপত্র আদান প্রদান করবেন।

৪. সংগঠনের পক্ষে সরকারি, আধা-সরকারি ও দাতা সংগঠনসমূহের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করবেন।

৫. সংগঠনের সকল সম্পদের দেখাশুনা ও প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সাথে পরামর্শ করবেন।

৬. কোষাধ্যক্ষের মাধ্যমে সংগঠনের আয় ও ব্যয়ের হিসাব রক্ষণাবেক্ষন করবেন।

৭. বার্ষিক সাধারণ সভায় সংগঠনের কাজের প্রতিবেদন ও নিরীক্ষিত হিসাব পেশ করবেন।

৮. বাৎসরিক বাজেট প্রণয়ন এবং সাধারণ সভায় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করবেন।

৯. কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক গঠিত বিভিন্ন পরিষদের কাজের তদারকি করবেন।

১০. সংগঠনের সকল কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।

১১. যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ কাজে সিদ্ধান্ত নেওয়ার পূর্বে সভাপতির সহিত পরামর্শ করবেন।

১২. তাঁর আওতাভুক্ত যাবতীয় বিষয় কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের গোচরীভূত করবেন।

১৩.ঘ.কোষাধ্যক্ষ এর দায়িত্ব ও কর্তব্য:

১. কোষাধ্যক্ষ সংগঠনের তহবিলের তত্ত্বাবধায়ক হবেন এবং সকল আর্থিক বিষয়ক দায়িত্ব পালন করবেন।

২. ব্যাংকের সহিত লেন-দেন ও সংগঠনের যাবতীয় আয়-ব্যয়ের হিসাব রক্ষা করিবেন এবং আয়- ব্যয়ের হিসাব ক্যাশ বইতে উঠানোর ব্যবস্থা করবেন।

৩. সংগঠনের খরচ, বিলের ভাউচার ও সদস্যদের চাঁদার হিসাবসহ সকল প্রকার আর্থিক হিসাবপত্র সংরক্ষণের ব্যবস্থা করবেন।

৪. অডিট কোম্পানি দিয়ে অডিট করিয়ে বার্ষিক অডিট রিপোর্ট প্রকাশ করতে হবে।

৫. ব্যাংকে টাকা জমাদান এবং ব্যাংক থেকে টাকা উত্তোলনের ব্যবস্থা করবেন।

৬. পাঁচ হাজার টাকার উপরে যেকোন লেনদেন ব্যাংক চেকের মাধ্যমে সম্পাদন করতে হবে।

৭. সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক এর অনুমোদনক্রমে সংগঠনের যাবতীয় বিল পরিশোধ করবেন।

৮. সংগঠনের সাধারণ পরিষদ কর্তৃক প্রণীত নিয়ম ও বিধান অনুযায়ী সংগঠনের হিসাব পত্র রক্ষণাবেক্ষণ করবেন।

৯. কোষাধ্যক্ষ সাধারণ পরিষদ ও কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের নিকট পরবর্তী বাজেটের খসড়া বাজেট পেশ করবেন।

ধারা-১৩ নির্বাচনঃ

১৩.ক প্রতিবছর সুবিধাজনক সময়ে বাংলাদেশ সোসাইটি অফ ফিজিক্যাল মেডিসিন এন্ড রিহ্যাবিলিটেশন এর আয়োজনে বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে। দ্বি-বার্ষিক সাধারণ সভার সময় বিধি মোতাবেক নতুন কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদ-এর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

১৩.খ নির্বাচন পদ্ধতি:

১. নির্বাচনের সময় ভোটার তালিকা প্রণয়ন করতে হবে এবং সংগঠনের কমিটি গঠনের পূর্বে নিবন্ধীকরন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করতে হবে।

২. সাধারণ পরিষদের যেকোন সদস্য নির্বাচনের জন্য যতগুলি পদ রহিয়াছে, ততগুলি নাম একত্রে বা ভিন্নভাবে প্রস্তাব করতে পারবেন; তবে পরিষদের অন্য একজন সদস্য দ্বারা উক্ত প্রস্তাব সমর্থিত হতে হবে।

৩. যাঁদের নাম প্রস্তাব করা হইয়াছে তাঁদের সম্মতি গ্রহণ করতে হবে।

৪. যেকোন পদের জন্য প্রস্তাবিত সদস্য ইচ্ছা করিলে তাঁর নাম প্রত্যাহার করতে পারবেন।

৫. একাধিক পদের জন্য কোন সদস্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন না।

৬.কোন প্রতিনিধির মাধ্যমে ভোট প্রদান করা যাবে না।

৭.একই পদে একাধিক প্রার্থী নির্বাচনে সমান সংখ্যক ভোট পাইলে লটারীর মাধ্যমে ফলাফল চূড়ান্ত করা হবে।

১৩. গ নির্বাচন কমিশনঃ

নির্বাচিত কমিটির মেয়াদ শেষ হওয়ার ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিন পূর্বে সাধারণ পরিষদের অথবা কার্যনির্বাহী পরিষদের সভার সিদ্ধান্তক্রমে নির্বাচনে পদপ্রার্থী নন এরকম আজীবন সদস্য অথবা সংগঠনের সদস্য নন এমন তিনজন গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ নির্বাচন কমিশনের সদস্য হবেন। তন্মধ্যে একজন প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং অপর দুইজন সহকারী নির্বাচন কমিশনার হিসাবে দায়িত্ব পালন করবেন। প্রধান নির্বাচন কমিশন সাধারণ সভার/ নির্বাচনের ন্যূনতম ৩০ (ত্রিশ) দিন পূর্বে নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করবেন এবং নির্বাচনের প্রস্তুতি গ্রহণ করবেন। নির্বাচনের পর নির্বাচনের ফল ঘোষনা করতে হবে। নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর নির্বাচন কমিশন বিলুপ্ত হবে।

ধারা-১৪ পরিষদ সমুহের মেয়াদঃ

১৪.১ পরিষদ সমূহের এর কার্যকাল দায়িত্ব গ্রহণের পর হতে দুই বছরের জন্য বলবৎ থাকবে এবং এসময়ের মধ্যেই পরবর্তী নির্বাচনের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে।

১৪.২ সর্বশেষ অনুমোদিত কমিটির মেয়াদ বৃদ্ধিকরণঃ

অনিবার্য কারণ বশতঃ নির্বাচিত ও নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত কমিটি নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে সমিতি'র নির্বাচন অনুষ্ঠানে ব্যর্থ হলে নির্বাচিত কমিটি সাধারণ পরিষদের মোট সদস্যের ন্যূনতম ২/৩ (দুই তৃতীয়াংশ) সদস্যের সমর্থনে ও অনুমোদনে শুধুমাত্র নির্বাচনের জন্য নির্বাচিত কমিটির মেয়াদ ৩ (তিন) মাস বৃদ্ধি করে বর্ধিত সময়ের মধ্যে নির্বাচন সম্পন্ন করতে পারবেন।তবে এই সময় বৃদ্ধি ১ (এক) বারের বেশী হবে না।

১৪.৩ কার্যনির্বাহী কমিটির মেয়াদকালীন নির্বাচনঃ

সংগঠনের সভাপতি/মহাসচিব/কোষাধ্যক্ষ পদত্যাগ করলে অথবা কার্যনির্বাহী কমিটির সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য পদত্যাগ করলে অথবা কমিটি বা কমিটির কোন সদস্য দুর্নীতিগ্রস্থ হলে/গঠনতন্ত্র বহির্ভূত কার্যক্রমে লিপ্ত হলে সাধারণ পরিষদ প্রয়োজনে মোট সদস্যের ন্যূনতম ২/৩ (দুই-তৃতীয়াংশ) সদস্যের সমর্থনে সংগঠনের বৃহত্তর স্বার্থে নির্বাচিত কার্যনির্বাহী কমিটি মেয়াদকালীন সময়ের জন্য পুনর্গঠন অথবা ভেঙে দিয়ে নতুন নির্বাচন অনুষ্ঠানের ক্ষমতা সংরক্ষণ করবেন।

১৪.৪ ক্ষমতা হস্তান্তরঃ

বর্তমান কার্যনির্বাহী পরিষদ নবনির্বাচিত কার্যনির্বাহী পরিষদের নিকট ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন।

১৪.৫ কার্যনির্বাহী পরিষদের অনুমোদনঃ

নবনির্বাচিত কার্যনির্বাহী পরিষদের তালিকা নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে অনুমোদনের জন্য ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে দাখিল করতে হবে এবং নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণের পর তা কার্যকর হবে।

ধারা-১৫ সভাসমূহঃ

১৫.১ সাধারণ পরিষদের সভাঃ

সাধারণ সভা প্রতি এক বছর পর পর অনুষ্ঠিত হবে। ১৫ (পনের) দিনের নোটিশে এবং মোট সদস্যদের ১/৩(এক তৃতীয়াংশ)-এর উপস্থিতিতে কোরাম পূর্ণ হবে।

১৫.২ কার্যনির্বাহী পরিষদের সভাঃ

কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা বছরে কমপক্ষে ৪ (চার) টি করতে হবে। ০৭ (সাত) দিন পূর্বে তারিখ, সময়, স্থান ও এজেন্ডাসহ নোটিশ প্রদান করতে হবে। কার্যনির্বাহী পরিষদের মোট সদসদের ১/৩(এক-তৃতীয়াংশ)-এর উপস্থিতিতে সভার কোরাম পূর্ণ হবে।

১৫.৩ জরুরী সভাঃ

সাধারণ পরিষদের সভা ৩ (তিন) দিনের নোটিশে আহবান করা যাইবে। মোট সদস্যের ১/৩ (এক- তৃতীয়াংশ)-এর উপস্থিতিতে কোরাম পূর্ণ হবে। কার্যকরী পরিষদের সভা ২৪ (চব্বিশ) ঘন্টার নোটিশে আহ্বান করা যাবে। এক্ষেত্রে মোট সদস্যের ১/৩(এক-তৃতীয়াংশ)-এর উপস্থিতিতে কোরাম পূর্ণ হবে।

১৫.৪ বিশেষ সাধারণ সভাঃ

যে কোন বিশেষ কারণে সাধারণ পরিষদের বিশেষ সাধারণ সভা ০৭ (সাত) দিনের নোটিশে আহ্বান করা যাবে। তবে এই সভায় বিশেষ এজেন্ডা ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত লওয়া যাবে না। বিশেষ এজেন্ডার উদ্দেশ্য লিপিবদ্ধ করে যথারীতি নোটিশ প্রদান করতে হইবে। মোট সদস্যের ১/৩ (এক-তৃতীয়াংশ)-এর উপস্থিতিতে কোরাম পূর্ণ হবে।

১৫.৫ তলবী সভাঃ

১. সভাপতি/মহাসচিব গঠনতন্ত্র মোতাবেক সভা আহ্বান না করলে কমপক্ষে মোট সদস্যের ২/৩ (দুই-তৃতীয়াংশ) সদস্য বিশেষ সাধারণ সভা কর্মসূচীর (এজেন্ডা) বা উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে স্বাক্ষরদান করতঃ তলবী সভার আবেদন সংগঠনের সভাপতি/মহাসচিবের এর কাছে জমা দিতে পারবেন। ২. সভাপতি/ মহাসচিব তলবী সভার আবেদন প্রাপ্তির ২১ (একুশ) দিনের মধ্যে তলবী সভার আহ্বান না করলে তলবী সদস্যবৃন্দ পরবর্তী মাসে ১৫ (পনের) দিনের নোটিশে সভা আহ্বান করিতে পারবেন। তবে তলবী সভা সংগঠনের অফিসে ডাকতে হবে। মোট সদস্যের ২/৩ (দুই-তৃতীয়াংশ)- এর উপস্থিতিতে কোরাম পূর্ণ হবে।

১৫.৬ মূলতবী সভাঃ

১. সাধারণ সভার নির্ধারিত সময়ের সর্বোচ্চ ৩০ (ত্রিশ) মিনিট বিলম্ব হলে প্রথমে মুলতবি করবে। কিন্তু পরবর্তীতে আরও ১ ঘন্টা বিলম্ব হলে সভা স্থগিত ঘোষণা করবে।

২. সাধারণ সভা কোরামের অভাবে স’গিত করলে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে পরবর্তী সভার নোটিশ প্রদান করিতে হবে এবং ঐ স্থগিত সাধারণ সভা কোরাম না হলে যতজন সদস্য উপস্থিত থাকবেন তাঁদের নিয়েই সভা অনুষ্ঠিত হবে ও তাঁদের মতামত/সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হবে।

৩. কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা দুইবার কোরামের অভাবে স্থগিত হলে তৃতীয়বার উপস্থিত সদস্যদের নিয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া যাবে।

ধারা-১৬ শূন্য পদ পূরণঃ

সাধারণ পরিষদের ২/৩ (দুই-তৃতীয়াংশ) সদস্যের সিদ্ধান্তক্রমে কার্যনির্বাহী পরিষদের শূন্য পদ অবশ্যই পুরণ করা যাবে এবং নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণের পর তা কার্যকরী হবে।

ধারা-১৭ আর্থিক ব্যবস্থাপনাঃ

১৭.১ সদস্যদের চাঁদা ও অনুদান, দানশীল ব্যক্তিদের দান, সরকারি/বেসরকারি, দেশী বিদেশী দাতা সংস্থা, ব্যক্তির অনুদান বা ব্যাংক ঋণ ও অন্যান্য উৎসের আয়ই সংগঠনের আয় বলে বিবেচিত হবে।

১৭.২ আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে যে কোন ব্যাংকে সংগঠনের নামে একটি সঞ্চয়ী চলতি হিসাব খুলতে হবে।

১৭.৩ উক্ত সঞ্চয়ী চলতি হিসাবটি সংগঠনের সভাপতি/সাধারন সম্পাদক এবং কোষাধ্যক্ষের যৌথ স্বাক্ষরে পরিচালিত হবে। এই ক্ষেত্রে যে কোন দুই জনের যৌথ স্বাক্ষরে ব্যাংক হইতে অর্থ উত্তোলন করা যাবে।

১৭.৪ সংগঠনের নামে সংগৃহীত অর্থ কোন অবস্'াতেই হাতে রাখা যাবে না। অর্থ প্রাপ্তির সাথে সাথে নগদ অর্থ সংশিষ্ট ব্যাংকে জমা দিতে হবে।

১৭.৫ সংগঠনের দৈনন্দিন কাজ পরিচালনার জন্য মহাসচিব যথাযথ ভাউচারের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় অর্থ ব্যয় করতে পারবেন। তবে প্রয়োজনবোধে ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা পর্যন্ত কোষাধ্যক্ষ হাতে রাখতে পারবেন।

১৭.৬ অর্থ খরচের পর খরচকৃত অর্থ কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় অনুমোদন নিতে হবে এবং বাৎসরিক সাধারণ সভায় সকল খরচ অনুমোদন এবং বাজেট পেশ ও অনুমোদন করে নিতে হবে।

ধারা-১৯ অডিটঃ

সংগঠনের সকল হিসাব-নিকাশ সরকার অনুমোদিত যে কোন হিসাব সংস্থা (অডিট ফার্ম) বা সংশিষ্ট সমাজসেবা কর্মকর্তা দ্বারা হিসাব নিরীক্ষা করাতে হবে। এই ধরনের হিসাব নিরীক্ষা বার্ষিক অথবা দ্বি-বার্ষিক ভিত্তিতে হবে। নিরীক্ষা শেষে প্রতিবেদন নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষ বরাবরে প্রেরণ করতে হবে।

ধারা-২০ বৈদেশিক সাহায্য/অনুদান বিষয়কঃ

সংগঠন বৈদেশিক সাহায্য/অনুদান গ্রহণের ক্ষেত্রে ১৯৭৮ সালের ফরেন ডোনেশন অধ্যাদেশের বিধি বিধান অনুসরণ করবে। বৈদেশিক সাহায্য/ অনুদান গ্রহণের ক্ষেত্রে সংগঠনটি সরকারের যে কোন একটি সিডিউল ব্যাংকে হিসাব পরিচালনা করবে।

ধারা-২১ তহবিল বৃদ্ধিঃ

সংগঠনের তহবিল বৃদ্ধিতে যে কোন প্রকল্প/কর্মসূচী/অনুষ্ঠান নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে পরিচালনা করা যাবে এবং আয় ও ব্যয়ের পূর্ণ হিসাব নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করতে হবে।

ধারা-২২ সংগঠনের কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগঃ

সংগঠনের কার্যভার সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার স্বার্থে নিবন্ধীকরণ কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ করতে পারবে। নিয়োগকৃত কর্মকর্তা-কর্মচারীর বেতন ভাতা চাকুরীর শর্তাবলী ও চাকুরী হইতে বরখাস্তের বিষয়ে কার্যনির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

ধারা-২৩ গঠনতন্ত্রের সংশোধন পদ্ধতিঃ

গঠনতন্ত্রের যে কোন বিষয়ের উপর সংশোধনী আনয়নের জন্য সংশোধিত অনুচ্ছেদের উপর সংগঠনের মোট সদস্যের ২/৩ (দুই-তৃতীয়াংশ) সদস্যের অনুমোদন গ্রহণের পর চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করতে হবে এবং তা অনুমোদিত হলে সংশোধনী কার্যকরী বলে বিবেচিত হবে।

ধারা-২৪ আইন ও বিধির প্রাধান্যঃ

এই গঠনতন্ত্রে যা কিছুই উল্লেখ থাকুক না কেন, সংগঠনটির সকল কার্যক্রম ১৯৬১ সনের ৪৬ নং অধ্যাদেশের আওতায় প্রচলিত আইন অনুযায়ী পরিচালিত হবে। অন্যান্য কার্যক্রম সংশিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে কার্যকরী হবে।

ধারা-২৫ সংগঠনের বিলুপ্তিঃ

যদি কোন সুনির্দিষ্ট কারনে সংগঠনের মোট সদস্যের তিন ভাগের ২ ভাগ (২/৩) সদস্য সংগঠনের বিলুপ্তি চান তবে যথা নিয়মে নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষ বরাবরে আবেদনের পর নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। বিলুপ্তিকালে সংগঠনের কোন দায় দেনা থাকলে কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্যগণ দায়ী থাকবেন এবং তা পূরণের ব্যবস্থা গ্রহন করবেন।